61

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দিল্লীতে শুরু হয়েছে বিশ্ব বইমেলা

॥ দিল্লী থেকে মহিউদ্দিন আহমেদ ॥

দিল্লী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।- শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ঐতিহ্যবাহী প্রগতি ময়দানে ৯ দিনব্যাপী দ্বাদশ বিশ্ব বইমেলা শুরু হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালের এ অনুষ্ঠানে বসেছিল এক বিশ্ব মিলনমেলা। শিল্পী সুধীর চন্দ্র ও তার দলের পরিবেশনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল রবীন্দ্রনাথের। সভাপতি ছিলেন শ্রীলংকার বিশিষ্ট লেখক ও ন্যাশনাল বুক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডঃ ভুমসেনা ও নিথান। মেলা উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত কবি আহমদ ফরাজ। তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। তিনি ভারতে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রকাশিত চলতি বইয়ের তালিকা উন্মুক্ত করেন এবং বক্তব্য রাখেন। স্বাগতিক ভাষণ দেন ডঃ সুকুমার আধিনকোড়ে। তিনি তামিল ভাষার বিশেষ লেখক ও ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সভাপতি। তিনি এই দ্বাদশ বিশ্ব বইমেলাকে এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তম মেলা এবং বিশ্বে ফ্রাঙ্কফুর্টের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, বইয়ের সংস্কৃতি মানুষের ছোটখাট বিভেদ ঘুচিয়ে দেয়। আর বড় বিভেদ তো বটেই।

কবি আহমদ ফরাজ তার বক্তব্যে বলেন, কবিরা রাজনীতি ও জাতিগত ভেদাভেদের উর্ধ্বে। দুঃখের বিষয় এই যে জ্ঞান ও ভাবের আদান প্রদান পারস্পরিক হওয়া উচিত ছিল, সেখানে এই অঞ্চলে কোন ধরনের আদান প্রদান হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, বইয়ের ওপর কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আধুনিক যেকোন মারণাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কেননা বই যৌক্তিক চিন্তার সহায়ক। বই মুক্তবুদ্ধির বাহক।

সেলিনা হোসেন বলেন, একজন লেখক হিসেবে আমি মনে করি, বইমেলা আমার অস্তিত্বের অংশ। আমি জানি, এমন লেখক আছেন যাঁদের লেখা বই আকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লেখক হিসেবে তাঁদের যদি কোন মূল্য থেকে থাকে, তাদের বই প্রকাশিত হবেই। আমি জানি, এমন বই আছে যা বইমেলায় আসে না। কিন্তু আসলে তো তা অবশ্যই আসা উচিত। লেখকের কাছে বইমেলা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। লেখক তাঁর পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ এবং পাঠক যোগসূত্রে আবদ্ধ সেপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যা লেখকের বই প্রকাশ করে। কিন্তু এই যে যোগসূত্র, তার অনেকখানিই চোখের আড়ালে থেকে যায়। বইমেলা এ যোগসূত্রকে দৃশ্যমান করে।

এবার বাংলাদেশের প্রচুর বই মেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ভারতের স্থানীয় আমদানিকারকদের মাধ্যমে বই বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশকের বাছাইকৃত বেশ কিছুসংখ্যক বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে।

এই বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে নয় সদস্যের লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাকারিকের একটি প্রতিনিধিদল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে সেমিনার ও কনফারেন্সে মেলা চলাকালে অংশগ্রহণ করছেন।